ধী-র সাথে পরিচয় আছে আপনার? আসুন,আগে পরিচয়টা করিয়ে দেই, তারপর না হয় গল্প হবে|

ধী বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় লিঙ্গ এবং যৌন পরিচয় বহনকারী গোষ্ঠীর একজন সদস্য | এই দেশের রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থারধী বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় লিঙ্গ এবং যৌন পরিচয় বহনকারী গোষ্ঠীর একজন সদস্য | এই দেশের রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই বয়ঃসন্ধিকালের/ টালমাটাল সময় পেরিয়ে নিজেকে আবিষ্কার করে সে | নিজেকে চেনা, নিজের পরিচয়টা নিজে মেনে নেয়া, নিজেকে ভালবাসা, ভালবাসার মানুষটাকে খুঁজে পাওয়ার এতোসব উত্থান-পতনের পর এখন সে তারুণ্যের দারগোড়ায় এসে পৌঁছেছে| এই বয়সী আর দশটা মেয়ের মতোই সেও সকালবেলা ইউনিভার্সিটিতে যায়, ক্লাস টেস্টে নাম্বার কম পেলে মুখ গোমড়া করে থাকে, মা পছন্দের খাবার রান্না করলে কবজি ডুবিয়ে খায়, বিকালবেলা সময় পেলে বাসার নিচে সাইকেল চালায়, প্রাক্তনের কথা মনে পড়লে বিষণ্ন হয়ে থাকে| চলুন তাহলে, কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আসি ধী-র সাথে|

UNIVE

বৈচিত্র্যময় লিঙ্গ এবং যৌন পরিচয় বহনকারী গোষ্ঠীর সদস্য কারা?

আন্তঃলিঙ্গঃ জন্মের সময় যাদের নির্দিষ্ট কোন লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যায়না- অর্থাৎ সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী ছেলে অথবা মেয়ে হিসেবে বিভাজন করা যায়না|

সমকামীঃ যারা একই লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের মানুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে|

উভকামীঃ যারা একইসাথে একাধিক লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের মানুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে|

ট্রান্সঃ যারা তাদের জন্মগত ও সামাজিক লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে না|

হিজড়াঃ হিজড়া হল একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতি এবং জৈবিকভাবে পুরুষদের একটি গোষ্ঠীর নামব্যক্তি (এবং মাঝে মাঝে আন্তঃলিঙ্গ), যারা নারী হিসেবে নিজে পরিচয় দেয় এবং নিজেকে প্রকাশ করে| হিজড়া সম্প্রদায় একটি ঐতিহ্যগত হিজড়া সম্প্রদায় গুরু-চেলা ভিত্তিক একটি কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত|
হিজড়া মূলত একটি দক্ষিণ এশিয় শব্দ|

নন-বাইনারীঃ এটি একটি বিশেষণ যা এমন একজন ব্যক্তিকে বর্ণনা করে যিনি একচেটিয়া ভাবে একজন পুরুষ বা একজন নারী হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত করেন না|আবার নন-বাইনারী মানুষেরা একজন পুরুষ এবং একজন নারী উভয়ই হিসাবে চিহ্নিত করতে পারে, অথবা এর মধ্যকার কোন এক স্থানে অথবা একদমই এর বাইরে পরিচয় দিতে পারে|

এসেক্সুয়ালঃ অন্য মানুষের প্রতি যৌন আকর্ষণ বা আকাঙ্ক্ষার অভাব রয়েছে|

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমাজে তাদের মূল্যায়ন/অবস্থান

বাংলাদেশী সমাজব্যবস্থায় যেকোনো বৈচিত্র্যময় যৌন ও লৈঙ্গিক পরিচয়ের মানুষকে অত্যন্ত নিগৃহীত হতে হয়| ১৮৬০ সালে প্রণীত সেকেলে ৩৭৭ ধারার কারণে আইনগত ভাবেও তারা অপরাধী হিসেবে গণ্য হয়|এছাড়াও মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ দেশ হওয়ায় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর মত বাংলাদেশে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে না| যে কারণে এই জনগোষ্ঠীকে গোপনীয়তা ও মিথ্যার জীবন কাটাতে হয়, থাকতে হয় সার্বক্ষণিক মানসিক চাপের মধ্যে|পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণে সমকামী, উভকামী ও ট্রান্স নারীদের উপর প্রভাব আরও ভয়াবহ|

ধী এখন বিশ্ববিদ্যালয় এর চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী | ফাইনাল সেমিস্টার চলছে | প্রায়ই বাবা মা এর কথা বার্তায় উঠে আসে তার বিয়ের কথা |

বিয়ে, বিয়ের ক্ষেত্রে LGBTQI গোষ্ঠীর সীমাবদ্ধতা

রিমা (ছদ্মনাম) একজন আন্তঃলিঙ্গের মানুষ | সে তার পরিবারে বড় হচ্ছিলো একজন মেয়ে হিসেবে | যখন তার বয়স কেবলমাত্র ১৪ তখন তার পরিবার তার বিয়ে এলাকার একজন এর সাথে বিয়ে ঠিক করে | রিমা সেই বিয়েতে রাজি হয় এই ভেবে যে তাকে পড়াশোনা করতে দেয়া হবে | অল্পকিছুদিনের মাঝেই রিমা বিয়ের কাবিননামায় সই করে | কিন্তু এরপর থেকে সে নিজের বাসাতেই ছিলো | বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা করবার আগে রিমার মা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় জানবার জন্যে যে রিমার ঋতুস্রাব হচ্ছে না কেন | পরীক্ষার পর ডাক্তার তাঁদের জানায় যে রিমা একজন আন্তঃলিঙ্গের মানুষ |

যদিও কাবিননামায় স্বাক্ষর করে বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো কিন্তু দুই পরিবার কথা বলে বিয়েটি ভেঙে দেয় | এবং উভয় পরিবারের সম্মতিতেই দেনমোহর বা অন্যান্য বিষয়ে আর কথা বলা হয় না | মাত্র ১৪ বছর বয়সে নিজের কোনোরুপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ ছাড়াই রিমার জীবনে ঘটে যায় এতগুলো বিষয় |

এই কেস স্টাডি আমাদের বিয়ের ক্ষেত্রে LGBTQI গোষ্ঠীর বিয়ের ক্ষেত্রে কেবল একটি সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেছে | এছাড়াও আরো যে সকল সীমাবদ্ধতা আছে তা হলো;

ক) পছন্দের মানুষকে বিয়ে করতে না পারা |

খ) সমাজে LGBTQI গোষ্ঠী সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা এবং ভুল ধারণাটি পোষণ করা |

গ) পরিবার থেকে পরিচিতি লুকিয়ে বিয়ের জন্যে চাপ প্রয়োগ করা |

ঘ) একই লিঙ্গের মানুষকে বিয়ে করাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা |

ঙ) বিয়ে দিলে সমকামীতা থাকবে না এই ভেবে কম বয়সে পরিবার থেকে বিয়ে দিয়ে দেয়া |

চ) সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবার ভয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করা |

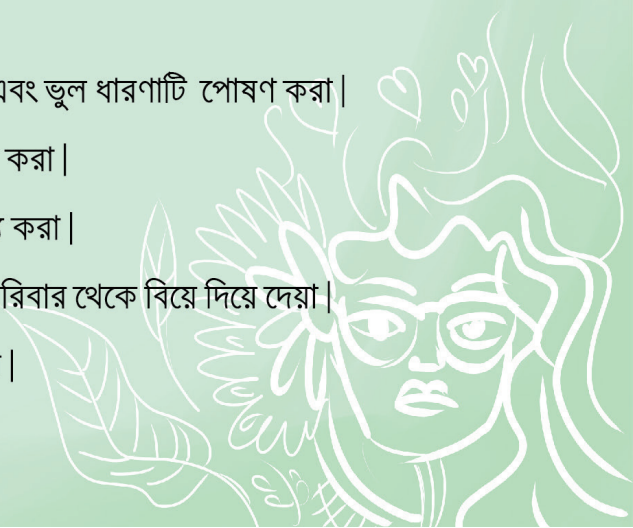

ধী লক্ষ্য করেছে তার বিয়ে নিয়ে তার পরিবারের তুলনায় আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীদের চিন্তাটা যেন একটু বেশি। চেনা মানুষ তো আছেই, অচেনা-অজানা মানুষও তার বিয়ে নিয়ে মন্তব্য ছুঁড়তে দ্বিধাবোধ করে না।

বিয়ের জন্য চাপ মূলত কোন কোন জায়গা থেকে আসে?

আমাদের দেশের প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা তথাকথিক বৈবাহিক সম্পর্কে বিশ্বাসী | একটা সময় সমাজের বিভিন্ন জায়গা থেকে একজন মানুষের ওপর বিয়ের জন্য চাপ আসা শুরু করে | এই চাপের উৎস হয় সমাজেরই বিভিন্ন সদস্য বা প্রতিষ্ঠান | যেমন-

১. পরিবার

২. আত্মীয় -স্বজন

৩. পাড়া- প্রতিবেশী

৪. বন্ধু-বান্ধব/ সহপাঠী

৫. অফিস সহকর্মী

ভালবাসার মানুষটিকে তার পরিবার থেকে জোর করে বিয়ে দেয়ার পর প্রায় বছরখানেক চরম বিষাদগ্রস্ত ছিল ধী। এই কঠিন সময়ে পরিচয় হয় সহপাঠী বর্ণের সাথে, যে একজন রুপান্তরকামী নারী। একসময় ধী অবাক হয়ে লক্ষ্য করে, কখন যেন তারা খুব ভালো বন্ধু হয়ে উঠেছে।

নিজেকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে না পারলে কী ধরণের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়:

জোরপূর্বক বিয়ে, শারীরিক অত্যাচার, মানসিক চাপ, বৈবাহিক ধর্ষণ তো আছেই, এর পাশাপাশি নিজেকেসবসময় গুটিয়ে রাখার ফলে স্থায়ীভাবে মানসিক রোগের শিকার হতে হয়। আবার আত্মপ্রকাশ করলে শারীরি ও মানসিক-ভাবে ছাড়াও, সামাজিক, পারিবারিক কিংবা অর্থনৈতিক- সকল ক্ষেত্রে নিগৃহীত হতে হয়। আইনগতভাবেও মানবাধিকার রক্ষা হয়না। হিজড়া জনগোষ্ঠী সরকারীভাবে "হিজড়া লিঙ্গ" হিসেবে কিছুটা স্বীকৃতি পেলেও তা এখনও খুব কম ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন হয়েছে।

সকালে ফোনের আওয়াজে ঘুম ভাঙ্গে ধী-র | ফোনের ওপাশে গলা শুনে চমকে উঠে বসে সে | এ তো তার প্রাক্তন এর কণ্ঠস্বর | সে একবার দেখা করে কিছু কথা বলতে চায় ধী-কে | একদিন কফিশপে দেখা করে তারা |

ম্যারিটাল রেইপ বিষয়ে আইন কী বলে?

বাংলাদেশে বৈবাহিক ধর্ষণকে এখনো ধর্ষণ বলে গণ্য করা হয় না।

ধারা ৩৭৫, দন্ডবিধি ১৮৬০ এ নারী ধর্ষণের কথা বলা হয়েছে। সেই একই ধারায় ব্যাতিক্রম হিসেবে বলা হয়েছে, কোন পুরুষ কর্তৃক তার স্ত্রীর সাথে যৌন সহবাস, স্ত্রীর বয়স তের বছরের কম না হলে, নারী ধর্ষণ বলে গণ্য হবে না।

বৈবাহিক ধর্ষণ বিষয়ক আইনটি থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে বাংলাদেশের আইনে বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয় না। এছাড়াও বাংলাদেশের আইনে ধর্ষণকে শুধুমাত্র নারীর উপর পুরুষের ধর্ষণ বলেই উল্লেখিত আছে যা কিনা লৈঙ্গিক সমতাকে সমর্থন করে না। এছাড়াও বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী শুধুমাত্র নারীদের সাথে ধর্ষণ সংঘটিত হতে পারে। দণ্ডবিধি ১৮৭০ ধারা ৩৭৭ অনুযায়ী প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে কোন যৌন সম্পর্ককে অপরাধ হিসেবে গণ্য হলেও প্রকৃতি বিরুদ্ধ সম্পর্ক কী তা বলা হয়নি। তাই নারী বাদে অন্য কোন লিঙ্গের ক্ষেত্রে ধর্ষণ সংগঠিত হলে তা ধর্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয় না।

এই গোলকধাঁধা থেকে আমি বের হবো কীভাবে? এইভাবে নিজেকে হারিয়ে জীবনযাপন করা আমার জন্য অসম্ভব!

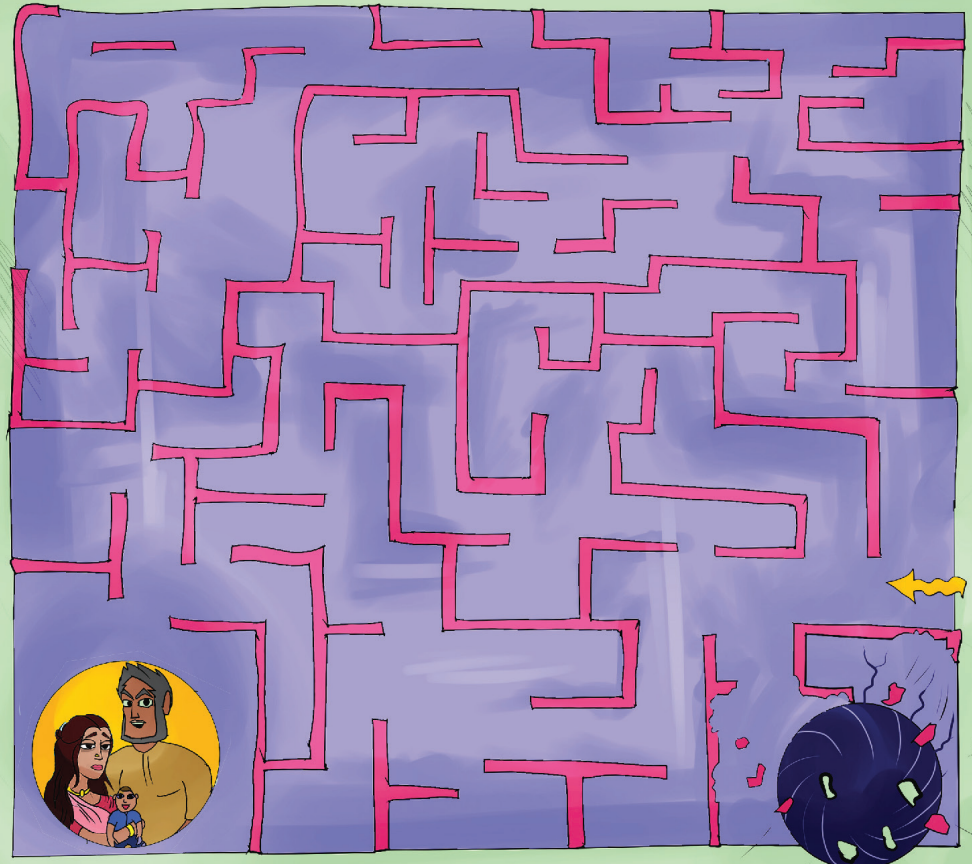

প্রাক্তন লামিয়ার সাথে দেখা হওয়ার পর থেকে পুরনো সব স্মৃতি ঘুরে ফিরে মনে পড়ে যাচ্ছে ধী-র |

বিয়ের সময় অপর পক্ষের কাছে পাত্র/পাত্রীর গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে যেসব কৌশল অবলম্বন করা হয়:

আমাদের দেশে বিয়ের বাজার বলে একটা কথা বহুল প্রচলিত | বাজারে যেমন একটি পণ্যসামগ্রীকে ক্রেতার কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য নানা চটকদার বিজ্ঞাপন দেয়া হয়, তেমনি বিয়ের জন্য অপর পক্ষের কাছে পাত্র/পাত্রীর গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে আশ্রয় নেয়া হয় নানারকম মিথ্যা ছল-চাতুরীর | এর মধ্যে রয়েছে-

১. বয়স লুকানো বা কমানো

২. গায়ের রঙ ফর্সা দেখানোর প্রবণতা

৩. প্রয়োজনমত উচ্চতা বাড়ানো কিংবা কমানোর প্রবণতা

৪. গৃহস্থালির কাজে পাত্রী আগ্রহী এবং পারদর্শী - এমন ধারণা দেয়ার প্রবণতা

৫. পাত্রের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং চাকরি বা ব্যবসা সংক্রান্ত মিথ্যা ধারণা দেয়া

৬. যে কোন রোগব্যাধি লুকিয়ে রাখা

৭. প্রচলিত মনোভাব বা ধ্যানধারণার বাইরে যেকোনো বিশ্বাস বা মনোভাবকে জোর করে লুকিয়ে রাখতে বাধ্য করা |

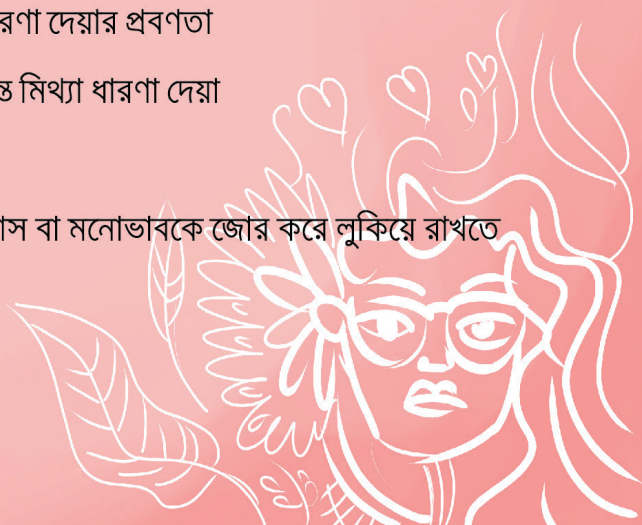

কোনভাবেই বিয়েটা আটকাতে না পেরে শেষ চেষ্টা হিসেবে নিজের যৌন পরিচয়ের কথা পরিবারকে জানিয়ে দেয় লামিয়া এবং সেখানে চরম অপমানের সম্মুখীন হয়। সব চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ধী এর সাথে শেষ দেখা করতে যায় সে।

নিজের যৌন ও লৈঙ্গিক পরিচয়ের কথা জানানোর পরে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়|

১. শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন|
২. ঝাড়-ফুঁক এর নাম করে মানসিক নির্যাতন যা মাঝে মাঝে শারীরিক নির্যাতনে রূপ নেয়|
৩. বিভিন্ন রকম থেরাপি এর নাম করে ভুল চিকিৎসা করা|
৪. পরিবার থেকে ত্যাজ্য করা|
৫. সহায় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা|
৬. সমাজচ্যুত করা|
৭. অনেক সময় জীবনের উপর হুমকি ফেলে এমন কর্মকাণ্ডের সম্মুখীন হওয়া|

সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ যে কোনো শারীরিক বা মানসিক রোগ নয় এই বিষয়ক রেফারেন্স/রিসার্চঃ

সমকামিতাকে একটা সময় শারীরিক বা মানসিক রোগ হিসেবে দেখা হলেও ১৯৯০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা "ইন্টা-রন্যাশনাল ক্লাসিফিকেশন অফ ডিজিজেস" বা ICD-10 এ এই ব্যাপারটি পরিষ্কার করে দেয় যে, সমকামিতা কোনো রোগ নয়| যদিও, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই এই ধরণের যৌন প্রবৃত্তিকে শারীরিক বা মানসিক সমস্যা হিসেবেই দেখা হয়| এমনকি, কোনো কোনো দেশে এটিকে অপরাধ হিসেবেও গণ্য করা হয়|

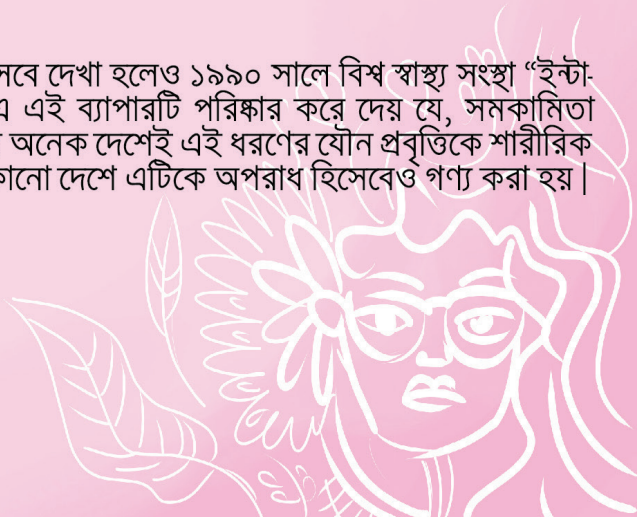

সেদিন ধী তার প্রাক্তনকে কোন সাহায্য করতে পারেনি | তবে আজ সে তৈরি | বর্ণকে সব খুলে বলার পর লামিয়ার সাথে বর্ণ দেখা করতে চায় |

বৈচিত্র্যময় লিঙ্গ ও যৌন পরিচয়বাহী মানুষদের অধিকার

মানবাধিকার সকলের জন্যে সমানভাবে প্রযোজ্য | Universal declaration of Human Rights **(UDHR)** ৩০টি অধিকারের কথা বলেছে যা কিনা সকল মানুষ ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে ভোগ করার অধিকার রাখে | বৈচিত্র্যময় লিঙ্গ ও যৌন পরিচয়বাহী মানুষ অবশ্যই সমাজের আর সকল মানুষদের মতন সকল অধিকার ভোগ করবে, কিন্তু সেই অধিকারগুলো রাষ্ট্র যখন নিশ্চিত করতে পারে না তখন প্রয়োজন হয় তাঁদের অধিকার নিশ্চিতের জন্যে নতুন করে ভাববার | Yogyakarta (যোগযাকারতা) Principles এমনই একটি নথি যা কিনা বৈচিত্র্যময় লিঙ্গ ও যৌন পরিচয়বাহী মানুষদের অধিকার বিষয়ে কথা বলে |

এই নথিটি বৈচিত্র্যময় লিঙ্গ ও যৌন পরিচয়বাহী মানুষদের সাথে যে অন্যায় এবং অবিচার হয় এবং সেই বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কি বলে তা নিয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে |

বর্ণ পরদিন ধী এবং লামিয়াকে এমন একটি প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যায়, যারা বৈচিত্র্যময় যৌন পরিচয়ের মানুষদের পুনর্বাসন এর জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কিত আইন এবং বাস্তবতা
বিচ্ছেদ পরবর্তী রিহ্যাবিলিটেশনের সুযোগ এবং সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশে বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ দুইটি ব্যাপারই পারিবারিক আইন মেনে চলে।
মুসলিম বিবাহ আইন অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে একজন পুরুষ তার ইচ্ছে মতন একজন নারীকে তালাক দিতে পারেন কিন্তু সেই ক্ষেত্রে সে বিবাহে ধার্য দেনমোহরানা দিতে বাধ্য থাকবে। নারীদের ক্ষেত্রে একজন নারী তখনই বিবাহ বিচ্ছেদের জন্যে আবেদন করতে পারবেন যদি কাবিননামায় তা উল্লেখথাকে। Muslim Marriage Dissolution Act 1939 অবশ্য নারীদের ৯টি ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদনের সুযোগ দেয় ঃ

যদি স্বামী ৪ বছর বা ততোধিক সময়ের বেশি নিখোঁজ থাকেন। যদি স্বামী ২ বছরের বেশি সময় ধরে ভরণপোষণ দিতে অপরাগ থাকেন। স্বামীর যদি ৭ বছর বা এর বেশি সময়ের জন্যে জেল হয়। যদি স্বামী ৩ বছরের বেশি সময় ধরে বিবাহিত হিসেবে দায়িত্ব পালনে অপরাগ হয়। স্বামী যদি সন্তান জন্মদানে অক্ষম হন। যদি তিন বছরের বেশি সময় দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন। স্বামী যদি দুই বছরের বেশি সময় ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন অথবা কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকেন। যদি বিবাহের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ র কম থাকে এবং ১৯ বছর বয়সের আগে সেই বিয়ে প্রত্যাখ্যান করে। যদি স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নির্যাতনের শিকার হন।

মুসলিম আইনে জোরপূর্বক বিয়ে কখনই আইনত নয়। পাত্র-পাত্রী উভয়পক্ষের সম্মতিবিহীন বিয়েকে আইনত বিয়ে বলে গণ্য করা হয় না। হিন্দু আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ না থাকলেও নির্দিষ্ট কিছু শর্তে স্বামীর কাছ থেকে আলাদা থাকার সুযোগ রয়েছে। যেগুলোর ভিত্তিতে এক হিন্দু স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে আলাদা থাকতে পারবে, শর্তগুলো নিম্নরূপঃ

স্বামী যদি খুব নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়। স্বামী পুনরায় বিয়ে করলে। স্বামী পুনরায় বিয়ে না করে যদি উপপত্নী রাখে, সেক্ষেত্রেও স্ত্রী সেপারেশন করতে পারবে। স্বামী এমন কোন রোগে আক্রান্ত যার ফলে স্ত্রী আর স্বামীর সাথে থাকা সম্ভব নয়, তখন স্ত্রী সেপারেশনের জন্য আবেদন করতে পারবেন। স্বামী যদি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে।

তাছাড়া বিবিধ অন্য কোন যৌক্তিক কারণ দেখিয়ে যদি স্ত্রীলোকটি আদালতকে সন্তুষ্ট করতে পারে যে, তার আলাদা থাকা দরকার, আর আদালত সন্তুষ্ট হলে তবেই কেবল আদালত আলাদা থাকার জন্য অনুমতি দিতে পারেন।এখানে উল্লেখ্য, আলাদা থাকাবস্থায় স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য স্বামী। তবে স্ত্রী শুধু ভরণপোষণ পাবেন, কোথাও বিয়ে করতে পারবে না।

কিন্তু কোন আইনেই লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় মানুষের কথা উল্লেখ করা হয়নি এবং আন্তঃলিঙ্গের মানুষের কথাও উল্লেখ করা হয়নি। এইতো ছিলো বিবাহবিচ্ছেদ বিষয়ে আইনের কথা। কিন্তু বাস্তবচিত্র অনেকটাই ভিন্ন। বৈচিত্র্যময় লিঙ্গ ও যৌন পরিচয়বাহী মানুষদের ক্ষেত্রে জোরপূর্বক বিয়ে একটি সাধারণ চিত্র। কিন্তু বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে নানা প্রকার অসুবিধার কথা ভেবেই অনেকে বিবাহ বিচ্ছেদের পথে যেতে চান না। অনেকের হয় তো দেন মোহরানা শোধের সামর্থ্য থাকে না। অনেকে পরিবার এবং সমাজের কথা ভেবেই বিচ্ছেদের পথে যান না।

লামিয়া এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যেভাবেই হোক, জোরপূর্বক বিয়ের এই অভিশাপ থেকে তাকে বের হয়ে আসতে হবে। সে জানে, আজকের এই সূর্য ডুবে গেলেও রাতের আঁধারের পর ঠিকই নতুন সূর্যোদয় হবে। সে সেই নতুন সোনালি দিনের অপেক্ষায় আরেকটা দিন বাঁচে।

গবেষণা হতে প্রাপ্ত উপাত্ত

- প্রতি ১০ জন নারীর মধ্যে অন্তত ৪জন জোরপূর্বক বিয়ের শিকার হয়েছেন, অথবা কাছের কাউকে এর শিকার হতে দেখেছেন|**

- নিজের জোরপূর্বক বিয়ে ঠেকাতে গিয়ে পারিবারিক ও সামাজিক অত্যাচারের শিকার হয়ে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন প্রতি ১০ জনে ১ জন |**

- জোরপূর্বক বিয়ের ফলস্বরূপ পরিবারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা করতে বাধ্য হয়েছেন আরও অনেকে |

** প্রজেক্ট ধী ২.০ এর উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে বাছাইকৃত (through purposive sampling) প্রায় ৩০ জন অংশ-গ্রহণকারীকে নিয়ে গঠিত দুইটি ফোকাস গ্রুপের আলোচনা (এফ.জি.ডি.) প্যানডেমিকের কারণে অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয় | এছাড়াও ৩জন অংশগ্রহণকারীর অনলাইনে বিশদ সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় | ২০২১ সালে সংগৃহীত এইসব তথ্যাদি এই প্রজেক্টের কন্টেন্ট তৈরিতে ব্যবহার করে ধী ২.০ টিম, যাদের দুই-তৃতীয়াংশই বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর অংশ |

জোরপূর্বক বিবাহ লৈঙ্গিক এবং যৌন বৈচিত্রময় মানুষদের জন্যে একটি খুবই উদ্বেগজনক বিষয়।
আমাদের সমাজের প্রচলিত চিন্তা এবং বিশ্বাস এই বিষয়টিকে আরো প্রভাবিত করে।
ধী ২.০ প্রকল্পের মাধ্যমে, আমরা বাংলাদেশে জোরপূর্বক বিবাহের ঘটনা রোধ করতে শুধুমাত্র নীতি ও আইন নয় বরং সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তনকে প্রভাবিত করতে চাই।

আমাদের এই উদ্যোগে সার্বিক সহায়তায় ছিল শেয়ারনেট বাংলাদেশ, যাদের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

Financed By
Share-Net
International
The Knowledge Platform on
Sexual and Reproductive Health & Rights